দৈনিক ইনকিলাব 128

তারিখ 03 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১১ বৈশাখ, ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, দাখিল মাদ্রাসাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং আলিম মাদ্রাসাকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পাশাপাশি গঠিত হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা কিছুটা এগিয়ে থাকলেও শীঘ্রই সে পার্থক্যও দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারের এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাদ্রাসা শিক্ষা এখনও জোড়াতালি দিয়ে চলছে। উদাহরণ স্বরূপ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এবতেদায়ী মাদ্রাসা বেসরকারী এবং প্রশিক্ষণহীন অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। এতে শিক্ষার মান কতখানি উন্নত হতে পারে তা একান্ত বিবেচনার বিষয়। প্রসংগত উল্লেখ যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে, মাদ্রাসাগুলোতেও তাদেরই ভাই-বোন লেখাপড়া করে।

আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস আছে। কিন্তু এবতেদায়ী মাদ্রাসায় তার যতকিঞ্চিৎ অনুগ্রহও দেখান হয় না। আবার দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক ছাড়াও ৪-৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকেন। ফলে, প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার জোড়ে বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসা প্রধানের তথা সহকারী শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণহীন হওয়ায় শিক্ষাদান পদ্ধতি যেমন অনুন্নত, তেমনি মাদ্রাসা প্রধানদের প্রশাসনিক অদক্ষতার জন্যও মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। ফলে, জাতির ভবিষ্যত ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা হতে।

বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন একজন মিস্ত্রী, যিনি গঠন করেন মানবাত্মা।" আর দক্ষতাই, হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।

এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু হওয়ার প্রথমদিকে (১৯৮৪-৮৫) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নির্দেশ থাকলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই। কারণ শিক্ষকেরা বঞ্চিত হচ্ছে দক্ষতা ও উচ্চতর বেতন হতে এবং ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা হতে।

তাই জাতীয় স্বার্থে এবং সমাজে উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষকদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ইসলা শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি সংশি মহলের ভেবে দেখা উচিত বলে ম করি।

—আবদুর রব মি